দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 16/1/83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

ভর্তি-সমস্যা এবং পাঠ্যবই

দেশের বিদ্যালয়গুলোর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হচ্ছে বেশ কিছু কুল অগ্রে। পরীক্ষার ফলাফলও ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও নতুন বছরের শুরুতেই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ভর্তি সমস্যা। বাস্তবে করণেই এই সমস্যার কথা ভেবে পিতা-মাতা থেকে শুরু করে শিশু শিক্ষকের তথা ঐকমলমতি ছাত্র-ছাত্রী সবার বুকের ভিতরটা কেমন অস্থির। ভর্তি সমস্যার কথা ভেবে এক সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় অভিভাবকদের ব্যস্তব করণেই হতে হয় পেরেশান।

শিক্ষার্থীর তুলনায় স্কুল সংখ্যা সীমিত বলেই ছাত্রছাত্রীদের নতুন শ্রেণীতে ভর্তি হতে গিয়ে এত ভাবতে হয়, যে কারণে করতে হয় প্রতিযোগিতার। স্কুলের সংখ্যাস্বল্পতা এবং সীমাবদ্ধ নিয়ম নীতির দরুন এবং ছাত্রছাত্রীদের চাপে সমস্যাও পড়েন শিক্ষকরাও। ভর্তি সমস্যার সাথে এসে যুক্ত হয় পাঠ্যবই পাওয়া না-পাওয়া সমস্যা।

এসময় শীতের ছুটি হিসেবে দীর্ঘদিনের জন্য একটি বন্ধ বরাদ্দ থাকে স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটির শিক্ষার্থীদের জন্য। শীতকালীন এ ছুটির ব্যাপারে তাদের অবশ্য একটা কারণ আছে। প্রথমত এসময়ের হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের ঘরে থেকে লেখাপড়া করতে না হয়। দ্বিতীয়ত : বলার গ্রামে গ্রামে শীতের মিঠা-মন্ডা এবং পিঠা-পুলি খাওয়ার বেশ ধুম পড়ে যায় এসময়টায়। শীতের ছুটিতে শিক্ষার্থীরা খেতে মিঠা-মন্ড, পিঠা-পুলি খাবার সুযোগ পায়, গাছগাছালে বেড়াতে যেতে পারে, স্কুলের ছাপ্পা সময়রক্ষত এ ছোটো বার্ষিক পরীক্ষার পর থেকে নতুন শ্রেণীর নতুন বই কয়ের অগ্র পর্যন্ত ভোগ করে। কিন্তু ভর্তি সমস্যা প্রকট হওয়ার ফলে শীতের ছুটি উপভোগের সুযোগ এবং আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হতে হচ্ছে একলে। গত কয়েক বছর যাবৎ দেখা যাচ্ছে ভর্তি-সমস্যা করনে শহরের ময়ের শীতের মিঠা-মন্ডা এবং পিঠাপুলির স্মৃতি রোমন্থন করেই তৃপ্ত হচ্ছেন, অথচ বাচ্চাদের নিয়ে এসব শীতের ব্যাপারে নানা সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। এতকল ভর্তি সমস্যা প্রধানত ঢাকা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ইদানীং মফস্বলের শহরগুলোতেও ব্যাপকভাবে সংক্রামিত হয়েছে প্রায় সমভাবে। অবশ্য, দেখে মনে হয়, দেশের বিদ্যালয়-মূলি এখন অর্ধ বিদ্যার্জন বা লেখা পড়ার জন্য প্রতিষ্ঠানই নয় বরং মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের সব উদ্যম ব্যক্তিত হচ্ছে কেনকমে স্কুলের খাতায় ছেলেমেয়েদের নাম তোলার জন্য। শিক্ষার্থীর তুলনায় স্কুলের সংখ্যা কম, এবং স্থানে স্থানে ভাল স্কুল নেই বলেই চলছে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং ভর্তি পরীক্ষা। চলছে নানা ধরনের তদ্বির। তাই বলতে হয়, বছরান্তের এবং বর্ষ শুরুর এ সময়টা শিশু,সন্তানসহ সব শিক্ষার্থী এবং জনক-জননীদেরও ভাবনা-চিন্তা এবং সমস্যা মোকাবিলার সময়।

ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারটা আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বনিম্ন শ্রেণী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত। মেধা যাচাইয়ের জন্য আমাদের দেশের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বার বার সম্মুখীন হতে হয় ভর্তি পরীক্ষা নামের একরূপ অগ্নিপরীক্ষার। প্রত্যেক পিতা-মাতাই মনে তাদের ছেলে-মেয়েকে ভাল স্কুল-কলেজে পড়াতে। কারণ ভাল স্কুল-কলেজ মানেই ভালো লেখা-পড়া আর ভাল লেখাপড়ার ফলাফল অবশ্য ভাল পাস। অর্থ ভাল পাস

(৭-এর কঃ দ্রঃ)

আমিনুর রহমান নাসীম

উপহার খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে থাকে সত্তেও গ্রামে যেতে পারছেন না। কবে ভর্তির প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষা শুরু হয় স্কুল কলেজে এই ভাবনায় এবং পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতে করার প্রয়োজনে। পক্ষ-ন্তর বচ্চরাও বই নং পড়ে পরিবর্তন পচ্ছে ন, শীতের হাত থেকে। তাদের ভর্তি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতে হতে হবে। জন-য়ারী মাস থেকেই স্কুলে স্কুলে শুরু হয় ভর্তি পরীক্ষার প্রতি-যোগিতা। আর সেই প্রতিযোগিতা মূলক ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি পার হতে হলে পৌষ-মাঘের কনকনে শীতেও পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে লেখাপড়ার তালিম দিতেন পিতা-মাতা। সন্তানকে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করানের জন্য এখন কি বাংলা মাধ্যমের স্কুলেও ভর্তি করানের জন্য তাদের প্রস্তুতির অন্ত থাকে না। প্রতি-বছরই এ সময় স্কুলে ভর্তি হওয়ার যোগ্য করে তোলার জন্য এসময় ঘরে ঘরে চলে নানা ধরনের শিক্ষাদান। ইতিমধ্যেই ভর্তির পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

শুধু মধ্য ঢাকা শহরেই নয়—মফস্বল শহরের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদেরও ভর্তি পরীক্ষার জন্য না পড়ে উপায় নেই। উপায় নেই শীতের এই মওসুমে শহর ছেড়ে গ্রামে যাবার এবং শীতের উপাদেয় খাদ্য সম্ভার মন করে খাবার। বার্ষিক পরীক্ষায় অথবা বাড়ি পরীক্ষার প্রতিযো-গিতা করতে যত পড়তে হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী পড়াশুনা করে ছাত্রছাত্রীরা এসময় প্রস্তুতি নেয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য। সত্যিই দুঃখ লাগে যখন দেখি যখন সদ্য দাঁত ওঠা দুধের শিশুকে পর্যন্ত শীতের প্রত্যুষে ময়না পাখিকে নয় শিখানোর মতো এ বি সি ডি এবং অ-আ-ক-খ- ইত্যাদি

(৬-এর কঃ পর)

করলে ভাল চাকরি পাওয়া যায়, ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার হওয়া যায়, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাওয়া যায়। অরো কত সুযোগ-সুবিধাই না মেলে, জীবনে উন্নতিরও আশা থাকে।

গত এক দশকে আমাদের দেশের শহরাঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে পাঁচ থেকে ছয় গুণ। অথচ ভাল স্কুল-কলেজ এতে গেলে সে তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়নি। তাই অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর চাপে প্রতিটি স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটিতে 'ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই' অবস্থা। শিক্ষকগণও অনেক সময় বর্ধিত ছাত্রছাত্রীর চাপে পড়াতে গিয়েও হিমসিম খান। অভি-ভাবকরা দিশেহারা হয়ে পড়েন সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তায়। ছাত্র-ছাত্রীরাও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদেরও ভাবতে হয়। শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানে যদি ভর্তিই হতে না পারে, তাহলে আর ভবিষ্যৎ কি।

বছর শুরু হতে না হতেই অভিভাবকরা একরূপ দিশেহারা হয়ে স্কুলের দ্বারে দ্বারে ধরনা দিতে শুরু করেন দুধপোষা শিশুর নাম স্কুলের খাতায় তোলার জন্য। ভর্তি পরীক্ষার্থীরাও গলদ-ঘর্ম হয়ে ওঠে ভর্তি পরী-ক্ষার চাপে। শিক্ষকদেরও ছাত্রদের চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়তে হয়।

ভর্তি-সমস্যার সাথে সাথেই রয়েছে পাঠ্যবইয়ের সমস্যা। গত পাঁচ-ছ'বছর ধরে টেকস্ট বুক বোর্ড নতুন শিক্ষানীতির পাঠ্য-সূচী অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছাতে গিয়ে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাতে অভিভাবকরা যেমন পদে পদে সম-স্যায় পড়েছেন, তেমনি ছাত্রছাত্রী-দেরও অনেক মূল্যবান সময় অহে-তুক নষ্ট হয়েছে। পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, এবছরও নবম শ্রেণীর নতুন পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছতে বছরের এক-তৃতীয়াংশ সময় শেষ হয়ে যাবার আশংকা আছে। এ খবরে সংগতই ছাত্রছাত্রীরা চিন্তিত হবে এটাই স্বাভাবিক। জানা গেছে, নতুন নবম শ্রেণীর প্রকাশিতব্য পুস্তকের কলেবর খুবই বড় এবং বিষয়বস্তুও অত্যন্ত জটিল। দুশো সত্তর ন্যূনাধিক ফর্মার উক্ত শ্রেণীর আটটি নতুন বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা নাকি চার হাজার ছ'শো আটচল্লিশ। সুতরাং এরূপ সমৃদ্ধ কলেবরের জটিল পুস্তক হাতে পেতে পেতেই যদি ছাত্রছাত্রীদের বছরের চার-পাঁচ মাস নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে বছরের বাকী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পাঠ্যসূচী শেষ করা কি আদৌ সম্ভব হবে? একারণে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকমহল উভয়ই উদ্বিগ্ন। তবে আসল কথা এই যে পাঠ্যবই সময় মতো প্রকাশ করা এবং বিতরণের জন্য টেকস্ট বুক বোর্ড আপ্রাণ চেষ্টা করে-ছেন। তারা আশ্বাস দিয়েছেন যে বই পেতে তেমন বিলম্ব হবে না।

সবচে' বেশী উদ্বিগ্ন তারাই— যারা গত বার্ষিক পরীক্ষায় (১৯৮২) নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এসব অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে মানসিক আরেক বছর নবম শ্রেণীতে পড়তে হবে। কিন্তু নবম শ্রেণীর পাঠক্রমে এবছর নতুন শিক্ষানীতির অভিন্ন পাঠ্য-সূচী সংবলিত যেসব পুস্তক প্রণীত হচ্ছে তা উক্ত ছাত্রছাত্রী-দের কাছে শুধু নতুনই নয়, অনেকটা অভিনবও। কেননা উক্ত ছাত্রছাত্রীরা এ যাবৎ পড়াশুনা করেছে পুরনো শিক্ষানীতির পাঠ্যসূচীর আলোকে। নতুন শিক্ষানীতির পাঠ্যসূচী অনুসারে কোন বই-পুস্তকে এসব ছাত্রছাত্রী পড়ার কোন সুযোগ কখনো পায়নি। যারা অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় এবছর উত্তীর্ণ হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নতুন শিক্ষানীতির পাঠ্যসূচীর সাথে পরিচিত।

সুতরাং এবছর নবম শ্রেণীর নতুন শিক্ষানীতির অভিন্ন পাঠ্য-সূচীতে অভিনব আঙ্গিকের যে আটটি পুস্তক প্রণীত হয়েছে তা পড়তে হবে জেনে গত বার্ষিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের উদ্বিগ্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পুস্তকের জটিলতার কথা শুনে পড়াশুনার ব্যাপারে চিন্তা অনেকের মনেই জন্মেছে। কেননা, নতুন শিক্ষানীতির পাঠ্যসূচীতে এমন কিছু জটিল ব্যাপার আছে যা নীচের শ্রেণী থেকে পড়ে না এলে আয়ত্ত করা কঠিন।

আমরা মনে করি, ১৯৮৪ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় যেসব শিক্ষার্থী দুর্ভাগ্যবশতঃ উত্তীর্ণ হতে পারেনি তাদের পাঠ্যসূচী হ্রাস করে একটি সরকারী ব্যবস্থা নেয়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যকতা আছে।

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 16/1/83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...